ফেন্‌চার্চ স্ট্রীটের কাহিনী

□ The Fenchurch Street Mystery □

ব্যারনেস অর্কজি

কোণের লোকটি চশমাটা খুলে টেবিলের উপর ঝুঁকে তাকাল।

বলল, "রহস্য! কোন বুদ্ধিমান লোকের হাতে যদি তদন্তের ভার দেওয়া হয় তাহলে কোন অপরাধের মধ্যেই রহস্য বলে কিছু থাকতে পারে না।"

খুবই বিস্মিত হয়ে পলি বার্টন তার খবরের কাগজটার উপর দিয়ে দুটি তীক্ষ্ম, জিজ্ঞাসু চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকাল।

লোকটিকে পলি বার্টনের মোটেই ভাল লাগে নি। শ্বেত পাথর বসানো টেবিলের উপর একটা বড় কফি, রোল ও মাখন এবং একপাত্র জিভ্‌ নিয়ে সে খেতে বসেছিল; এমন সময় দোকানের ভিড় ঠেলে লোকটি এসে সেই একই টেবিলে তার উল্টোদিকে বসে পড়েছিল।

এখন এই বিশেষ কোণটি, এই টেবিলটি, শ্বেত পাথরের চমৎকার হলঘরের বিশেষ পরিবেশটি—এয়ারেটেড্‌ ব্রেড্‌ কোম্পানির নরফোক স্ট্রীট শাখা বলেই হলটি পরিচিত—এটাই ছিল পলির নিজস্ব কোণটি, টেবিলটি ও পরিবেশটি। যে গৌরবময় অবিস্মরণীয় দিনটিতে সে "ইভিনিং অবজার্ভার" পত্রিকার কর্মী তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং "বৃটিশ প্রেস" নামে পরিচিত স্বনামধন্য ও বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হয়েছিল, সেই দিনটি থেকে সে এই ঘরটিতেই এগারো পেনি দামের লাঞ্চ খাচ্ছে আর এক পেনি দামের দৈনন্দিন খবর সংগ্রহ করে চলেছে।

"ইভিনিং অবজার্ভার"-এর মিস বার্টন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। তার কার্ডটাও ছাপা হয়েছে এই রকম:

মিস মেরি জে. বার্টন ইভিনিং অবজার্ভার

মাদাগাস্কার-এর মিস এলেন টেরি ও বিশপ মিঃ সেমুর হিক্স এবং পুলিশের চিফ কমিশনারের সাক্ষাৎকার সে নিয়েছে। মার্লবরো হাউসের গত গার্ডেন পার্টিতে—সেখানকার পোশাক-ঘরে সে দেখেছে লেডি অমুকের টুপি, মিস তমুকের রোদ-চশমা এবং আরও হরেক-রকম সব কেতাদুরস্ত

সাজ-পোশাক ; এবং "ইভনিং অবজার্ভার"-এর বৈকালিক সংস্করণেই তার বিবরণ যথারীতি ছাপা হয়েছে "রাজাগি ও পোশাক" শিরোনামে।

(সে প্রবন্ধটিও এম· জে· বি· সাক্ষরিত এবং আধপেনি দামের পত্রিকাটির ফাইলেই দেখতে পাওয়া যাবে।)

তিনটি কারণে—এবং আরও অনেক কারণে—পলি কোণের লোকটির প্রতি বিরূপ হল, আর দুটি চোখ দিয়েই সে কথা তাকে জানিয়েও দিল—একজোড়া বাদামী চোখ দিয়ে কথাটা যতটা পরিষ্কার করে বলা সম্ভব।

পলি "ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর একটা প্রবন্ধ পড়ছিল বুক ধড়ফড়-করা আগ্রহ নিয়ে। তখন কি কানে শোনা যায় এমন কোন মন্তব্য পলি করেছিল? এটা নিশ্চিত যে পলির চিন্তার প্রত্যক্ষ জবাব হিসাবেই ওই লোকটি কথাগুলি বলেছিল।

তার দিকে তাকিয়ে পলি ভ্রূকুটি করল ; পরমুহূর্তেই হেসে উঠল। মিস বার্টনের মধ্যে এমন একটা তীক্ষ্ন রসিকতাবোধ ছিল যে ব্রিটিশ প্রেসের জন্য দুই বছরের যোগাযোগও সেটাকে ধ্বংস করতে পারে নি, আর তাই লোকটির চেহারা-ছবি তার মনে একটা অদ্ভুত কল্পনাকে জাগিয়ে তুলল। পলি নিজের মনেই ভাবল যে এত ফ্যাকাসে, এত শুটকো, এত হাস্যকর হাল্কা রংয়ের চুলওয়ালা মানুষ সে আগে কখনও দেখেনি ; সেই চুল আবার মসৃণভাবে বুরুশ করে টাক মাথাটাকে ঢেকে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা টুকরো দড়ি হাতে নিয়ে সে অবিরাম নাড়াচাড়া করছিল, আর তা দেখেই মনে হচ্ছিল যে সে একটি ভীরু ও স্নায়বিক দুর্বল লোক ; তার লম্বা, সরু ও কম্পিত আঙুলগুলি দড়িটাকে গিঁট দিয়ে ও গিঁট খুলে আশ্চর্য জটিল সব গ্রন্থি রচনা করছিল।

সেই বিচিত্র ব্যক্তিটিকে পুংখানুপুংখরূপে লক্ষ্য করে পলি তার প্রতি অধিকতর সদাশয় হয়ে উঠল।

সদয় অথচ কর্তৃত্বব্যাঞ্জক ভঙ্গিতে সে বলল, "তথাপি একটি নাম-করা পত্রিকার এই প্রবন্ধটি আপনাকে বলে দেবে যে গত একটি বছরেই অন্তত ছয়টি অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং অপরাধীরা এখনও পর্যন্ত ধরা পড়ে নি।"

লোকটি শান্তভাবে বলল, "ক্ষমা করবেন, আমি মুহূর্তের জন্যও এমন কথা বলি নি যে পুলিশের কাছে কোন রহস্য ছিল না ; আমি শুধু বলেছি যে অপরাধের তদন্তের ব্যাপারে যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করা হয় সেখানে রহস্য বলে কিছু থাকে না।"

"এমন ফেনচার্চ স্ট্রীট রহস্যের ক্ষেত্রেও নয় বোধ হয়," পলি বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল।

"তথাকথিত ফেনচার্চ স্ট্রীট রহস্যের বেলায় তো মোটেই না," লোকটি শান্তভাবে জবাব দিল।

এখন, যে অসাধারণ অপরাধটিকে লোকে ফেনচার্চ স্ট্রীট রহস্য বলে থাকে সেটা তো গত বারো মাস ধরে প্রতিটি চিন্তাশীল নরনারীর মস্তিষ্ককেই বোকা বানিয়ে রেখেছে। পলিও সেটা ভালই জানে। এই ঘটনাটা নিয়ে সে নিজেও কম বিচলিত বোধ করে নি ; ঘটনাটা তার মনে আগ্রহ ও

আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে ; ঘটনার বিবরণ সে আগাগোড়া পড়েছে, নিজের মতামত গড়ে তুলেছে, এমন কি খবরের কাগজে দু'একটা চিঠিও লিখেছে। সুতরাং এক কোণে উপবিষ্ট ভীরু লোকটির এই মনোভাব তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার করল ; সে এমন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সঙ্গে তাকে পাল্টা আক্রমণ করল যাতে তার এই আত্মতুষ্ট কথা-সঙ্গীটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

"তাহলে তো এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের পথভ্রান্ত অথচ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুলিশকে সাহায্য করতে আপনার অমূল্য কর্ম-শক্তি নিয়ে আপনি এগিয়ে আসেন নি।"

বেশ খুশি মনেই লোকটি বলল, "দুঃখের কথা তো বটেই ! তবে কি জানেন, তার বেশ কিছু কারণ আছে ; প্রথম, আমার সাহায্য তারা গ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে ; দ্বিতীয়, আমি যদি গোয়েন্দা-বাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য হই তাহলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার স্বাভাবিক প্রবণতা ও কর্তব্য হবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমার সহানুভূতি অপরাধীর দিকেই যাবে, কারণ সে এতই বুদ্ধিমান ও চতুর যে আমাদের গোটা পুলিশ বাহিনীকে সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে।

"এই ঘটনার কতটা আপনার স্মরণে আছে আমি জানি না," লোকটি শান্ত গলায় বলেই চলল। "এটা ঠিকই যে ঘটনাটা প্রথমে আমাকেও খুব ধোকায় ফেলেছিল। গত ১২ই ডিসেম্বর একটি নারী—তার পোশাক দরিদ্রের মত হলেও তার চাল-চলনই অভ্রান্তভাবে বলে দেয় যে একদিন তারও সুদিন ছিল—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এসে তার কর্মহীন, চাল-চুলাবিহীন স্বামী উইলিয়ম কেরুশ-র অন্তর্ধানের সংবাদটি দিল। নারীর সঙ্গে ছিল একটি বন্ধু—স্থূলকায়, তেল-চকচকে এক জার্মান ; দুজনে মিলে এমন একটি কাহিনী বলল যা শুনে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়ল।

"দেখা যাচ্ছে, ১০ই ডিসেম্বর বিকেল প্রায় তিনটের সময় কার্ল মুলার নামক সেই জার্মান ভদ্রলোক তার বন্ধু উইলিয়ম কেরুশের সঙ্গে দেখা করেছিল তার প্রাপ্য দশ পাউণ্ডের মত একটা ছোট ঋণের টাকা আদায় করার উদ্দেশ্যে। ফিৎজরয় স্কোয়ারের শার্লোট স্ট্রীটের নোংরা বাড়িটাতে পেঁছে সে দেখতে পেল উইলিয়ম কেরুশ উত্তেজনায় টগবগ করছে আর তার স্ত্রী চোখের জল ফেলছে। মুলার তার আগমনের উদ্দেশ্যটা বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভীষণভাবে হাত-পা নেড়ে তাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কেরুশ বরং তাকে অবাক করে দিয়ে সরাসরি তার কাছে আরও দশ পাউন্ড ধার চেয়ে বসল এবং আরও জানিয়ে দিল যে সেই পরিমাণ অর্থটা পেলে তার নিজের এবং যে বন্ধু এই বিপদে তাকে সাহায্য করবে দুজনেরই ভাগ্য ফিরে যাবে—তারা প্রচুর অর্থের মালিক হবে।

"পনেরো মিনিট ধরে নানা রকম আকার ইঙ্গিতের পরেও কেরুশ যখন অতি সতর্ক একগুঁয়ে জার্মানিটির মন গলাতে পারল না তখন সে স্থির করল সেই গোপন মতলবটা তাকে জানাবে যার দ্বারা তাদের হাতে আসবে হাজার হাজার পাউণ্ড।"

অন্যমনস্কভাবেই পলি হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখল ; নম্র নবাগতটির স্নায়বিক দুর্বলতাজনিত হাবভাব ও ভীরু, জলভরা দুটি চোখ এবং তার গল্প বলার একটা বিশেষ ঢং তাকে মুগ্ধ করে তুলেছে।

লোকটি আবার বলতে শুরু করল, "জার্মান লোকটি পুলিশকে যে গল্পটা বলেছিল এবং তার স্ত্রী যা বিবরাটি যেটাকে পুরোপুরি সমর্থনও করেছিল, সেটা আপনার মনে আছে কি না জানি না। সংক্ষেপে গল্পটা এই রকম: প্রায় ত্রিশ বছর আগে, তখন কেরুশের বয়স বিশ বছর আর সে ছিল লণ্ডনের একটা হাসপাতালের ডাক্তারি ছাত্র, তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল; তার নাম বার্কার; আরও একজনকে নিয়ে তারা তিনজন একই ঘরে থাকত।

"একদা সেই তৃতীয় গৃহ-সঙ্গীটি সন্ধ্যার পরে প্রচুর টাকা নিয়ে ঘরে ফিরল; টাকাটা সে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে জিতেছিল; পরদিন সকালে দেখা গেল সেই সঙ্গীটি তার বিছানায় খুন হয়ে পড়ে আছে। কেরুশের ভাগ্য ভাল, সে একটা চমৎকার 'এলিবাই' প্রমাণ করতে পেরেছিল; ঐ রাতটা সে হাসপাতালে কর্তব্যরত ছিল; আর বার্কার নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ পুলিশের চোখের বাইরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু সদাসতর্ক বন্ধু কেরুশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। নানা কৌশলের সাহায্যে বার্কারকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বহু ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে স্থায়ীভাবে আস্তানা পেতেছিল পূর্ব সাইবেরিয়ার ব্লাডিভস্তকে; সেখানে নতুন করে স্মেথার্স্ট নাম নিয়ে লোমের ব্যবসা করে সে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছিল।

"এখানে মনে রাখবেন, সাইবেরিয়ার কোটিপতি ব্যবসায়ীকে সকলেই চেনে। তারই নাম যে আগে বার্কার ছিল, সেই যে ত্রিশ বছর আগে একটা খুন করেছিল, এসব কথা কখনই প্রমাণিত হয় নি, হয়েছে কি? আমি আপনাকে শুধু সেই কথাগুলিই বললাম যা ১০ই ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় অপরাহ্নে কেরুশ বলেছিল তার জার্মান বন্ধুটিকে এবং তার স্ত্রীকে।

"তার মতে নিজের কুশলী জীবনযাপনের মধ্যে স্মেথার্স্ট একটা বড় রকমের ভুল করেছিল—চারবার সে তার প্রয়াত বন্ধু উইলিয়াম কেরুশকে চিঠি লিখেছিল। তার মধ্যে দুটোর কোন খাম ছিল না, কারণ চিঠি দুটো লেখা হয়েছিল পঁচিশ বছরেরও আগে, এবং কেরুশ নিজেই বলেছে যে অনেক আগেই খাম-গুলো সে হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য তার মতে, ঐ দুটোর প্রথম চিঠিটা লেখা হয়েছিল যখন স্মেথার্স্ট, ওরফে বার্কার, খুন করে পাওয়া সব অর্থ খরচ করে নিঃসম্বল অবস্থায় নিউ ইয়র্কের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

"তখন কেরুশের অবস্থা মোটামুটি ভাল থাকায় পুরনো দিনের কথা মনে রেখে সে তাকে একটা দশ পাউণ্ডের নোট পাঠিয়েছিল। তারপর যখন ভাগ্যের পাল্লা ঘুরে গেল আর কেরুশের অবস্থা একেবারেই পড়ে গেল, তখন স্মেথার্স্ট, ততদিনে সে ওই নামেই নিজের পরিচয় দিত, পুরনো বন্ধুকে পাঠিয়েছিল পঞ্চাশ পাউণ্ড। তারপর থেকে, মুলার যতদূর জানতে পেরেছে, কেরুশ মাঝে মাঝেই স্মেথার্স্টের ক্রমবর্ধমান টাকার থলিতে থাবা বসাতে চেয়েছে এবং সেই সঙ্গে তাকে নানারকম হুমকিও দিয়েছে; কিন্তু কোটিপতি বন্ধুটি তখন বহু দূর দেশে বাস করায় সে সব হুমকিতে কোন কাজই হয় নি।

"কিন্তু এবার ব্যাপারটা একেবারে চরমে উঠল। শেষ মুহূর্তে কিছুটা ইতস্তত করেও স্মেথার্স্টের

লেখা বলে বর্ণিত শেষ দুটো চিঠি সে তার জার্মান বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিল। আপনার হয়তো মনে আছে যে সেই দুটো চিঠি এই অসাধারণ অপরাধের রহস্যময় কাহিনীটিতে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দুটো চিঠির প্রতিলিপিই আমার সঙ্গে আছে।" এই কথা বলে কোণের লোকটি একটা অতি জীর্ণ পকেট-বইয়ের ভিতর থেকে এক তা' কাগজ বের করে অতি সাবধানে তার ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল :

"মহাশয়,—অর্থের জন্য যে অসঙ্গত দাবী তুমি জানিয়েছ সেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যতটা সাহায্য তুমি পেতে পার ততটা সাহায্য আমি ইতিমধ্যেই করেছি। যাই হোক, পুরনো দিনের কথা ভেবে এবং যেহেতু আমি যখন অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে পড়েছিলাম তখন তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে, তাই আরও একবার তোমার দায় বহন করতে আমি ইচ্ছুক আছি। এখানে আমার এক বন্ধু জনৈক রুশ ব্যবসায়ীর কাছে আমার ব্যবসাটা বিক্রি করে দিয়েছি। সেই বন্ধুটি কয়েক দিনের মধ্যেই তার নিজস্ব ইয়াটে চেপে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে একটি দীর্ঘ ভ্রমণে বের হবে। ইংলণ্ড পর্যন্ত তার সঙ্গী হবার জন্য সে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। বিদেশবাসে ক্লান্ত হয়ে এবং ত্রিশ বছর পরে আমার প্রিয় স্বদেশভূমিকে চোখে দেখবার বাসনায় তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব বলে স্থির করেছি। আমি জানি না ঠিক কোন সময়ে আমরা ইউরোপে পেঁছতে পারব, কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যে কোন একটা সুবিধামত বন্দরে পা ফেলা মাত্রই আমি আবার তোমাকে চিঠি লিখব, এবং কখন তুমি লণ্ডনে আমার সঙ্গে দেখা করবে তার একটা দিন স্থির করে তোমাকে জানিয়ে দেব। কিন্তু মনে রেখো, তোমার দাবী যদি বড় বেশি মাত্রায় অসঙ্গত হয় তাহলে আমি মুহূর্তের জন্যও সে কথা শুনব না এবং বার বার যুক্তিহীন 'ব্ল্যাকমেইল'-এর কাছে কিছুতেই মাথা নিচু করব না।

তোমার একান্ত বিশ্বস্ত
"ফ্রান্সিস স্মেথার্স্ট।"

"দ্বিতীয় চিঠিটা সাদাম্পটন থেকে লেখা ও তারিখ দেওয়া," কোণের লোকটি শান্তভাবেই বলতে লাগল "আর কী আশ্চর্য, স্মেথার্স্টের কাছ থেকে যে সব চিঠি কেরুশ পেয়েছিল তার মধ্যে একমাত্র ঐ চিঠির খামটাই সে রেখে দিয়েছিল এবং তাতে তারিখ ছিল। হাতের কাগজটার দিকে আর একবার তাকিয়ে সে বলেছিল, চিঠিটা খুবই সংক্ষিপ্ত।

"প্রিয় মহাশয়,—আমার কয়েক সপ্তাহ আগেকার চিঠির প্রসঙ্গে তোমাকে জানাতে চাই যে 'জার্স্কো সেলো' টিলবুড়িতে ভিড়বে আগামী মঙ্গলবার ১০ই। আমি সেখানে নেমে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে ট্রেন পাব তাতে চড়েই লণ্ডন যাব। তোমার ইচ্ছা হলে ফেনচার্চ স্ট্রীট স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে পড়ন্ত বিকেলে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। আমার অনুমান, ত্রিশ বছর আমাকে না দেখার দরুণ তুমি হয়তো মুখ দেখে আমাকে চিনতে পারবে না ; তাই আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমার পরনে থাকবে একটা ভারী অস্ত্রাখান লোমের কোট এবং তারই একটা টুপি, আর

সেই পোশাক দেখেই তুমি আমাকে চিনে নিতে পারবে। তখন তুমি নিজেই আমাকে তোমার পরিচয় দিতে পারবে আর আমিও ব্যক্তিগতভাবে তোমার সব কথা শুনতে পারব।

তোমার বিশ্বস্ত

"ফ্রান্সিস স্মেথার্স্ট।"

"এই শেষ চিঠিটাই উইলিয়াম কেরুশর উত্তেজনা ও তার স্ত্রীর চোখের জলের কারণ। জার্মান লোকটির নিজের কথায় বলি, সে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে হাঁটছিল একটা বন্য জন্তুর মত, বেপরোয়াভাবে অঙ্গভঙ্গি করছিল আর চেঁচিয়ে কি সব যেন বলছিল। অবশ্য মিসেস কেরুশ ভয়ে কাঁপছিল। বিদেশ থেকে আগত লোকটিকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না; স্বামীর মুখেই সে শুনেছে যে ইতিমধ্যেই সেই লোকটি একটা বিবেক-বিরোধী অপরাধ করেছে এবং তার ভয় যে একজন বিপজ্জনক শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে আরও একটা ঝুঁকিও নিতে পারে। নারীর অন্তর দিয়ে সে বুঝেছে যে মতলবটা অসম্মানজনক, কারণ সে জানত যে একজন ব্যাকমেইলারের প্রতি আইনের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর।

"সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারটা একটা ধূর্ত ফাঁদও হতে পারে; আর কিছু না হোক, ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। কেরুশ-র স্ত্রীর যুক্তি, স্মেথার্স্ট পরের দিন তার হোটেলেই কেরুশ-র সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করল না কেন? হাজারটা কেন এবং কোথায় মহিলাটিকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল, কিন্তু অপরিমেয় স্বর্ণের স্বপ্ন টোপ হিসাবে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখে স্থূলবপু জার্মানটিকে আগেই কব্জা করে ফেলেছিল কেরুশ স্বয়ং। জার্মানটি তাই আগে থেকেই কেরুশকে তার প্রয়োজনীয় দুই পাউন্ড ধার পর্যন্ত দিয়েছিল যাতে সে কোটিপতি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে একটু ছিমছাম হয়ে সাজগোজ করে নিতে পারে। আধ ঘণ্টা পরেই কেরুশ তার বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল; আর হতভাগিনী নারী সেই শেষবারের মত দেখেছিল তার স্বামীকে, জার্মান মুলার দেখেছিল তার বন্ধুকে।

"গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তার স্ত্রী সারাটা রাত অপেক্ষা করল, কিন্তু সে ফিরল না; পরদিনটা সে ফেনচার্চ স্ট্রীটের আশেপাশে উদ্দেশ্যহীন বিফল খোঁজ-খবর করেই কাটিয়ে দিল; আর ১২ই তারিখে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গিয়ে সে যা কিছু জানত সব খুলে বলল এবং স্মেথার্স্টের লেখা চিঠি দুখানাও পুলিশের হাতে তুলে দিল।

॥ অধ্যায়—২ ॥

(কাঠগড়ায় কোটিপতি)

কোণের লোকটি তার দুধের গ্লাসটা শেষ করল। জলভরা দুটি নীল চোখ মেলে সে মিস পলি বার্টনের আগ্রহী ছোটখাট মুখটার দিকে তাকাল; তীব্র উত্তেজনায় তখন সে মুখ থেকে কঠোরতার সব চিহ্ন উধাও হয়ে গেছে।

একটু পরে সে আবার বলতে শুরু করল, "৩১শে তারিখে দু'জন মাঝি একটা অব্যবহৃত বজরার তলা থেকে খুঁজে বের করল একটা পচা-গলা মৃতদেহ; তখন সেটাকে চিনবার কোন উপায় ছিল না। কোন এক সময়ে বজরাটাকে নোঙর করে রাখা হয়েছিল লণ্ডনের "ইস্ট এন্ড" অঞ্চলের উঁচু গুদাম ঘরগুলির মধ্যবর্তী এমন একটা জায়গায় যেখানে অন্ধকার সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নদী পর্যন্ত নেমে গেছে। সেই জায়গাটার একটা ফটোগ্রাফও আমার কাছে আছে", পকেট থেকে একটা ফটো বের করে সে পলির সামনে রাখল।

"দেখতেই পাচ্ছেন, আমি যখন ফটোটা তুলেছি তখন বজরাটাকে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, ধরা-ছোঁয়ার কোন রকম আশংকা না করে একটি লোকের পক্ষে অপর একটি লোকের গলা কেটে ফেলার পক্ষে এই গলিটার মত উপযুক্ত জায়গা আর হয় না। আগেই বলেছি, মৃতদেহটা এত বেশি পচে গলে গিয়েছিল যে সেটাকে চিনবার কোন উপায় ছিল না, কিন্তু কয়েকটা ছোটখাট জিনিস, যেমন একটা রুপোর আংটি ও একটা টাই-পিন চিনতে পারা গিয়েছিল এবং মিসেস কেরুশ সে দুটি জিনিসকে সনাক্ত করে জানিয়েছিল যে সেগুলি তার স্বামীর জিনিস।

"স্ত্রীটি অবশ্য বেশ জোর গলায় স্মেথাস্টের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়েছিল, এবং তার বিরুদ্ধে এই জোরালো অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশেরও কোনরকম সন্দেহ ছিল না। কারণ বজরায় মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হবার দু'দিন পরেই সাইবেরিয়ার কোটিপতিকে—ইতিমধ্যেই উদ্যোগী সাক্ষাৎকারীরা তাকে ঐ নামেই অভিহিত করতে শুরু করেছিল—তার হোটেল সেসিল-এর বিলাসবহুল সুট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

"সত্যি কথা বলতে কি, এইখানেই আমি বেশ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। মিসেস কেরুশ-র গল্প এবং স্মেথাস্ট-এর চিঠি দুই-ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, আর আমার নিজের পদ্ধতি—মনে রাখবেন যে আমি একজন সৌখিন গোয়েন্দা মাত্র, কাজটাকে ভালবাসি বলেই সব কিছুর মধ্যেই একটা যুক্তি খোজার চেষ্টা করি—অনুসারে পুলিশের ঘোষণা মতে যে অপরাধটা স্মেথাস্টই করেছিল আমি তার একটা অভিপ্রায় খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলাম। এক্ষেত্রে সকলেই যে অভিমতটাকে স্বীকার করে নিয়েছিল সেটা হল—একটি বিপজ্জনক ব্ল্যাকমেইলারের হাতটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। বাঃ! এই অভিপ্রায়টি যে আসলে অতি তুচ্ছ সেটা কি কখনও আপনার মনে হয়েছে?"

মিস পলি অবশ্য স্বীকার করল যে সে দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে কখনও দেখে নি।

"একথা তো ঠিক, যে মানুষটি নিজের চেষ্টায় এত বিরাট একটা সম্পদ গড়ে তুলেছে সে কখনও একথাটা বিশ্বাস করার মত নির্বোধ হতে পারে না যে কেরুশ-র মত একটা মানুষকে ভয় করার মত কিছু থাকতে পারে। সে নিশ্চয়ই জানত যে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে এমন কোন ভয়ংকর প্রমাণ কেরুশ-র হাতে ছিল না। আপনি কি স্মেথার্স্টকে কখনও দেখেছেন?" পুনরায় পকেট বইটা হাতড়াতে হাতড়াতে সে কথাগুলি বলল।

উত্তরে পলি জানাল, সে সময়কার সচিত্র পত্রিকাগুলোতে স্মেথার্স্ট-এর ছবি সে দেখেছিল। তখন পলির সামনে একটা ছোট ফটোগ্রাফ রেখে সে বলল :

"এই মুখটা দেখলে সব চাইতে আগে আপনার কি মনে হয়?"

"দেখুন, মুখের ভঙ্গিটাকে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলেই মনে হয়, কারণ ভুরু বলে কিছু নেই, কেশ-বিন্যাসের ধরণটাও হাস্যকর রকমের বিদেশী।"

"দেখলেই মনে হয় যেন কামিয়ে ফেলা হয়েছে। ঠিক তাই। সেদিন সকালে আমি যখন ভিড় ঠেলে আদালতের ভিতরে ঢুকেছিলাম এবং কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কোটিপতিটির উপরেই প্রথম আমার চোখ পড়েছিল, তখন এটাই সব চাইতে বেশি করে আমার মনে হয়েছিল। লোকটি দীর্ঘদেহ, দেখতে সৈনিকের মত, খাড়া চেহারা, খুব তামাটে, রোদে পোড়া মুখ। মুখে গোঁফ নেই, দাড়ি নেই, মাথার চুল ফরাসীদের মত খুব ছোট করে ছাঁটা; কিন্তু তার চেহারার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল—ভুরু দুটি তো নেই-ই, এমন কি আঁখি-পলাশগুলিও নেই; তার ফলে মুখটাকে অদ্ভুত দেখায়—যেমন আপনি বললেন, চোখের দৃষ্টি সব সময়ই বিস্ময়কর।

"অবশ্য তাকে আশ্চর্য রকমের শান্ত দেখাচ্ছিল; কোটিপতি বলে তাকে একটা চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, আর সাক্ষীদের জেরার ফাঁকে ফাঁকে তার উকিল স্যার আর্থার ইঙ্গলউডের সঙ্গে বেশ হেসে-হেসেই কথা বলছিল; আর যখন সাক্ষীদের জেরা করা হচ্ছিল তখন সে হাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে শান্ত হয়ে বসেছিল।

"মুলার এবং মিসেস কেরুশ পুলিশের কাছে যে গল্পটা বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করল। আপনিই তো বলেছেন যে কাজের চাপ থাকায় আপনি সেদিন আদালতে যেতে পারেন নি; কাজেই মিসেস কেরুশ-র কথা হয়তো আপনার মনেও নেই। নেই তো? বেশ কথা! এক ফাঁকে তার একটা ছবিও আমি ক্যামেরায় তুলে নিয়েছিলাম। এই তার ছবি। ঠিক যেভাবে সে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল—মাত্রাতিরিক্ত সাজগোজ-করা, বনেটের লাল গোলাপের রংটা ফিকে হয়ে গেলেও কালো বনেটের সঙ্গে ঝুলে আছে।

"সে বন্দীর দিকে মোটেই তাকাচ্ছিল না, সব সময় মুখটা ফিরিয়ে ছিল ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে। আমার মনে হয় বাউণ্ডুলে স্বামীটিকে সে ভালবাসত; তার আঙুলে ছিল মস্ত বড় একটা বিয়ের আংটি; সেটাও কালো পটি দিয়ে বাঁধা। তার দৃঢ় বিশ্বাস কেরুশ-র খুনীই কাঠগড়ায় বসে আছে, আর তাই

সে জাঁক করে নিজের দুঃখটাই তাকে দেখাচ্ছিল।

"তার জন্য আমার এত কষ্ট হতে লাগল যে কি বলব। আর মুলার সেই একই রকম—মোটা-সোটা, তেল-চকচকে, জমকালো, সাক্ষী হিসাবে নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ; পিতলের আংটি-পরা দুটো মোটা আঙুলের ফাঁকে নিজেরই সনাক্ত-করা প্রমাণস্বরূপ চিঠি দুটোকে ধরে আছে। সে দুটি যেন গুরুত্ব ও কুখ্যাতিপূর্ণ এক আনন্দের দেশে তার যাত্রার পাশপোর্ট। আমার মনে হয়, স্যার আর্থার ইঙ্গলউড যখন তাকে বললেন যে কোন প্রশ্নই তিনি করবেন না তখন সে খুব হতাশ হয়েছিল। মুলারের মনে তো প্রিয় বন্ধু কেরশ-র হত্যাকারীর বিরুদ্ধে হাজার নালিশ জমা হয়ে ছিল।

"অবশ্য তারপরেই উত্তেজনা বাড়তে লাগল। মুলারকে খারিজ করে দেওয়া হল ; একেবারে ভেঙে-পড়া মিসেস কেরশকে সঙ্গে নিয়ে সে আদালত ছেড়ে চলে গেল।

"ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গে কনস্টেবল ডি-২১-এর সাক্ষ্য শুরু হল। সে বলল, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ বা ইতিহাস কোনটাই বুঝতে না পেরে বন্দী যেন খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল; অবশ্য পরে যখন সব কথা তাকে জানানো হল এবং সে ভালভাবে বুঝতে পারল যে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না, তখন সে শান্তভাবেই কনস্টেবলকে অনুসরণ করে গাড়িতে উঠে বসল। কেতাদুরস্ত ও জনবহুল হোটেল সেসিলএর কেউই সন্দেহ করল না যে একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে গেল।

"তারপরেই প্রতিটি দর্শকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রত্যাশার একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস। "খেলটা এবার শুরু হবে। ফেনচার্চ স্ট্রীট রেল-স্টেশনের পোর্টার জেমস্ বাকল্যান্ড সাক্ষী হিসাবে শপথ-বাক্যটা পড়তে শুরু করল, ইত্যাদি। মোটের উপর, সেটা এমন কিছুই নয়। সে বলল, ১০ই ডিসেম্বর বিকেল ছ'টার সময় ঘন কুয়াশার মধ্যে ৫-৫-এর টিলবুরি ট্রেনটা প্রায় ঘণ্টাখানেক 'লেট' করে স্টেশনে ঢুকেছিল। সে প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়েছিল ; প্রথম শ্রেণীর কামরার একজন যাত্রী তাকে ডাকল। একটা মস্ত বড় কালো লোমের কোট এবং লোমেরই একটা ভ্রমণ-সঙ্গী টুপি ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পায় নি।

"যাত্রীটির প্রচুর লগেজ ছিল আর সবগুলোতেই এফ. এস. মার্কা দেওয়া ছিল ; যাত্রীর নির্দেশমত জেমস্ বাকল্যান্ড সব মালপত্র একটা চার-চাকার গাড়িতে তুলে দিল, কেবল ছোট হাত-ব্যাগটা যাত্রী নিজের হাতেই নিল। সব মাল গাড়িতে তোলা হয়ে গেলে লোমের কোট-পরা যাত্রীটি পোর্টারকে তার প্রাপ্যটা বুঝিয়ে দিল এবং গাড়ির চালককে অপেক্ষা করতে বলে প্রতীক্ষালয়ের দিকে এগিয়ে গেল ; ছোট হাত-ব্যাগটা তখনও তার হাতেই ছিল।

"জেমস্ বাকল্যান্ড আরও বলল, 'আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কুয়াশা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলে আমি নিজের কাজে চলে যাই ; তখনই চোখে পড়েছিল, সাদেন্ড থেকে ছেড়ে-আসা লোক্যাল ট্রেনকে প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে।'"

বাদীপক্ষ বার বার জোরের সঙ্গে জানতে চাইল, লোমের কোট পরিহিত আগন্তুক তার মালপত্র

দেখে নিয়ে ঠিক কখন প্রতীক্ষালয়ের দিকে হেঁটে গিয়েছিল। পোর্টার খুব জোর দিয়েই বলল, "৬-১৫-র এক মিনিটও পরে নয়।"

স্যার আর্থার ইঙ্গলউড তখনও পর্যন্ত একটা প্রশ্নও করেন নি। এবার গাড়ির ড্রাইভারের ডাক পড়ল।

"লোমের কোট-পরা ভদ্রলোকটি কখন তাকে কাজে লাগিয়েছিল এবং মালপত্র দিয়ে গাড়িটার ভিতর-বাহির বোঝাই করে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল, সে সম্পর্কে ড্রাইভার জেমস্ বাকল্যান্ড-এর সাক্ষ্যকেই সমর্থন করল। গাড়িটা অপেক্ষা করেই ছিল। ঘন কুয়াশার মধ্যে সেও অপেক্ষা করেছিল —অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে ভাবল যে সব মাল হারানো মালের আপিসে জমা দিয়ে সে অন্য ভাড়ার খোঁজ করবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি থাকতে সে দেখতে পেল লোমের কোট ও টুপি পরা ভদ্রলোকটি দ্রুত হেঁটে তার গাড়ির কাছে এসেই তাড়াতাড়ি গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং ড্রাইভারকে বলল তক্ষুণি তাকে হোটেল-সেসিল-এ নিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভার জানাল এটা ঘটেছিল পৌনে ন'টার সময়। তখনও স্যার আর্থার ইঙ্গলউড কোন মন্তব্য করলেন না, আর মিঃ ফ্রান্সিস স্মেথার্স্ট ভীড়-ঠাসা গুমোট আদালতের মধ্যেই চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছিল।

"পরবর্তী সাক্ষী কনস্টেবল টমাস টেলর দেখতে পেয়েছিল, নোংরা পোশাক পরা এবং এলোমেলো চুল ও দাড়িওয়ালা একটি লোক ১০ই ডিসেম্বর বিকেলে স্টেশন ও প্রতীক্ষালয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। দেখে মনে হয়েছিল, টিলবুরি ও সাদেন্ড-এর ট্রেনগুলি ঢুকবার প্ল্যাটফর্মের উপরেই সে নজর রাখছে।

"পুলিশ অনেক কান্ড করে দুটি আলাদা আলাদা সাক্ষীকে খুঁজে বের করেছিল; তারাও দেখেছিল, সেই একই নোংরা পোশাক-পরা লোকটি ১০ই ডিসেম্বর, বুধবার ৬·১৫ মিনিটের সময় প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সরাসরি ভিতরে ঢুকে সে-ঘরে সদ্য আগত ভারী লোমের কোট ও টুপি পরিহিত একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিল। দু'জন একসঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল; তারা কি বলল তা কেউ শোনে নি, কিন্তু তারপরেই তারা একসঙ্গে বেরিয়ে গেল। কোন্ দিকে গেল তাও তারা জানে না।

"ফ্রান্সিস স্মেথার্স্ট উদাসীন ভাবটা কাটিয়ে জেগে উঠল; তার উকিলের কানে কানে কি যেন বলল; উৎসাহের ভঙ্গিতে হেসে উকিলও মাথা নাড়ল। হোটেল সেসিল-এর কর্মচারীরা তাদের সাক্ষ্যে জানাল, মিঃ স্মেথার্স্ট সেখানে পেঁচেছিল ১০ই ডিসেম্বর, বুধবার ৯·৩০ মিনিটে একটা গাড়িতে চেপে এবং সঙ্গে প্রচুর মালপত্র নিয়ে। বাদী পক্ষের সওয়াল এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

"আদালতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে যে স্মেথার্স্ট ফাঁসির মঞ্চেই উঠতে যাচ্ছে। কিছুটা আগ্রহহীন কৌতূহল নিয়েই কিছু ভদ্র শ্রোতা তখনও অপেক্ষা করে ছিল স্যার আর্থার ইঙ্গলউডের বক্তব্য শোনার জন্য। অবশ্য এই মুহূর্তে আইনজীবীদের মধ্যে তিনিই সেরা কেতাদুরস্ত মানুষ। তার আরাম করে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো, টানা-টানা সুরে কথা বলার ভঙ্গি একটা রীতি হয়ে

দাঁড়িয়েছে ; সমাজের বাছা বাছা যুবকরা সেই ভঙ্গি নকল করে চলে ও কথা বলে।

"ঠিক সেই মুহূর্তে সাইবেরিয়ার কোটিপতির গলাটা যখন আক্ষরিক এবং অলংকারিক উভয় অর্থে দাঁড়িপাল্লায় ঝুলছিল, তখনও স্যার আর্থার যেই তার দীর্ঘ শিথিল অংগপ্রত্যংগগুলিকে প্রসারিত করে আলস্যভরে হাঁটতে শুরু করলেন অমনি সমবেত দর্শকদের মধ্যে একটা চাপা হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল। তিনি একটু থামলেন—স্যার আর্থার একজন জন্ম-অভিনেতা এবং তারপর সময় বুঝে খুব নিচু অথবা টানা সুরে শান্তভাবে কথা শুরু করলেন ঃ

"ইয়োর অনার, ১০ই ডিসেম্বর, বুধবার, ৬·১৫ থেকে ৮·৪৫ পি. এম-এর মধ্যে জনৈক উইলিয়াম কেরুশ-র খুন হওয়ার অভিযোগ প্রসংগে আমি এমন দু'জন সাক্ষীকে এখন ডাকতে বলছি যারা ১৬ই ডিসেম্বর, মংগলবার অপরাহ্নে, অর্থাৎ অনুমিত খুনের ছয়দিন পরে ঐ একই উইলিয়াম কেরুশ-কে জীবিত অবস্থায় দেখেছে।"

"আদালত-কক্ষে যেন একটা বোমা ফাটল। এমন কি 'হিজ অনারও' ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, আর আমার পার্শ্ববর্তিনী মহিলাটি যে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তার প্রস্তাবিত ডিনার পার্টিটা বাতিল করবে কি না সেটাই ভাবতে শুরু করল সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত।

কোণের লোকটির চাল-চলনে তখনও প্রকাশ পাচ্ছে স্নায়বিকতা ও আত্মসন্তুষ্টির এক বিচিত্র সমাবেশ যা দেখে মিস পলি বার্টনও বিস্মিত। লোকটি বলতে লাগল ঃ

"আর আমার কথা যদি বলেন তাহলে বলি, এই বিশেষ ব্যাপারটার আসল ঝামেলাটা যে কোথায় সে বিষয়ে আমি অনেক আগেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম, তাই অন্যদের মত আমি কিন্তু মোটেই অবাক হই নি।

"আপনার হয়তো মনে আছে যে এই মামলাটার আশ্চর্য গতি-বিধি পুলিশকে সম্পূর্ণ ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল—বস্তুতঃ একমাত্র আমি ছাড়া অন্য সকলের অবস্থাই সেই রকমই হয়েছিল। কমার্শিয়াল রোডের হোটেলের তোরিয়ানি ও একজন পরিচারক তাদের সাক্ষ্যে বলেছে যে ১০ই ডিসেম্বর ৩·৩০ পি. এম-এ নোংরা পোশাক-পরা একটি লোক হেলে-দুলে কফি-ঘরে ঢুকে চা দিতে বলেছিল। সে এতই খোশমেজাজে ছিল যে কথার ঝোঁকে পরিচারককে বলেছিল তার নাম উইলিয়াম কেরুশ, অচিরেই সারা লণ্ডনে তার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে, কারণ সৌভাগ্যের এক অপ্রত্যাশিত ছোঁয়ায় সে একজন মস্ত বড় ধনী মানুষ হতে চলেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি—তার অর্থহীন বকর-বকরের কোন শেষ ছিল না।

"চা খাওয়া শেষ হলে সে আবার হেলতে দুলতেই বেরিয়ে গেল, কিন্তু লোকটা রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই পরিচারকের চোখে পড়ল সেই নোংরা পোশাকের বাচাল লোকটি ভুল করে তার পুরনো ছাতাটা ফেলে গেছে। সিনর তোরিয়ানি তার মর্যাদাসম্পন্ন রেস্টুরেন্টের রীতি অনুযায়ী ছাতাটাকে যত্ন করে তুলে নিয়ে আপিসে রেখে দিল, যদি খদ্দেরটি পরে এসে হারানো ছাতার খোঁজ করে সেই ভরসায়। আর ঠিক সেটাই ঘটল ; প্রায় এক সপ্তাহ পরে ১৬ তারিখ মঙ্গলবার ১ পি. এম·

নাগাদ সেই নোংরা লোকটি হোটেলে এসে তার ছাতাটা চাইল। সেদিনও কিছু লাঞ্চ খেয়ে পরিচারকের সঙ্গে গল্প-গুজব করল। সিনর তোরিয়ানি ও পরিচারক উইলিয়াম কেরুশ-র যে বর্ণনা দিল সেটা মিসেস কেরুশ তার স্বামীর যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল।

"অদ্ভুত ব্যাপার, দ্বিতীয় দিনও লোকটি চলে যাবার পরেই পরিচারক দেখতে পেল কফি-ঘরের টেবিলের নিচে একটা পকেট-বই পড়ে আছে। তাতে ইউলিয়াম কেরুশ-র নামে লেখা কিছু চিঠি ও বিল ছিল। সেই পকেট-বইটাও আদালতে দাখিল করা হয়েছিল এবং আদালতে হাজির-থাকা কাল মুলার সহজেই সেটাকে তার প্রয়াত বন্ধু 'ভিলিয়াম'-এর জিনিস বলে সনাক্ত করেছে।

"আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের উপর এটাই প্রথম আঘাত। আপনিও স্বীকার করবেন যে আঘাতটা বেশ শক্তই। মামলা ইতিমধ্যেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ব্যবসা হস্তান্তর, স্মেথার্স্ট ও কেরুশ-র সঙ্গে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ, এবং আধ ঘণ্টাব্যাপী এক কুয়াশা-ঢাকা সন্ধ্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তখনও বাকি ছিল।"

মেয়েটিকে গভীর উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখে কোণের লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তখনও সে দড়িটাকে নাড়াচাড়া করেই চলেছে এবং অত্যন্ত জটিল ও শক্ত গিঁটে প্রায় সবটা দড়িই ভরে গেছে, এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা নেই।

শেষ পর্যন্ত সে আবার বলতে শুরু করল, "আপনাকে নিশ্চিতভাবেই বলছি যে সেই মুহূর্তে সমস্ত রহস্যই আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছিলাম 'হিজ অনার' কেমন করে আসামীকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে তার নিজের এবং আমার সময় নষ্ট করছিলেন। ফান্সিস স্মেথার্স্ট ততক্ষণে ঘুমের সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে একটা অদ্ভুত আনুনাসিক স্বরে এবং বিদেশী ভাষার সামান্য ক্ষেত্রে টান মিশিয়ে তার বক্তব্য বলে যাচ্ছিল। কেরুশ তার অতীত জীবনের যে বিবরণ দিয়েছে সেটাকে শান্তভাবে অস্বীকার করে সে জানিয়ে দিল যে কেউ কখনও তাকে বার্কার বলে ডাকত না এবং ত্রিশ বছর আগে কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনদিন সে জড়িত ছিল না।

"হিজ অনার তথাপি বললেন, 'কিন্তু এই কেরুশ নামক লোকটিকে তো তুমি চিনতে, কারণ তাকে তুমি চিঠি লিখেছ।'

"আসামী শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে মাফ করবেন ইয়োর অনার, আমার জ্ঞানমতে এই কেরুশ নামের লোকটিকে আমি কোনদিন দেখি নি, আর শপথ করে বলতে পারি কখনও কোন চিঠি তাকে লিখি নি।'

"হিজ অনার তাকে সাবধান করে দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কখনও তাকে লেখ নি? এই মুহূর্তে তাকে লেখা তোমার দুটো চিঠি আছে আমার হাতে, আর তুমি এমন অদ্ভুত কথা বলছ।'

"আসামী তবু শান্তভাবে বলল, 'এ সব চিঠি আমি কখনও লিখি নি ইয়োর অনার; ওগুলো আমার হাতের লেখা নয়।'

"এবার শোনা গেল স্যার আর্থার ইঙ্গলউডের টানা-টানা সুর ; হিজ অনারের হাতে একটা প্যাকেট তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'সেটা আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি ; আমার মক্কেল এ দেশে পদার্পণ করার পর থেকে এই সব চিঠি লিখেছেন, আর তার মধ্যে কয়েকটা চিঠি লেখা হয়েছিল আমার চোখের সম্মুখে।'

"স্যার আর্থার ইঙ্গলউডের কথামতই সেটা সহজেই প্রমাণ করা গেল। হিজ অনারের অনুরোধে এক তা কাগজের উপর আসামী পর পর কয়েক পংক্তি করে লিখল এবং তার নিচে স্বাক্ষর করল। ম্যাজিস্ট্রেটের বিস্ময়-স্তম্ভিত মুখ দেখে সহজেই বোঝা গেল যে দুটি হাতের লেখার মধ্যে তিলমাত্র মিলও ছিল না।

"একটা নতুন রহস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তাহলে ফেনচার্চ স্ট্রীট রেল স্টেশনে কে দেখা করেছিল উইলিয়াম কেরুশ-র সঙ্গে ? বন্দী কিন্তু ইংলণ্ডে পদার্পণ করার পর থেকে তার কাজকর্মের একটা মোটামুটি সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পেরেছিল।

"সে বলেছিল, 'আমি এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর ইয়াট 'জাস্কো সেলো'-তে চড়ে। আমরা যখন টেমস্ নদীর মোহনায় এসে পৌঁছলাম তখন সেখানে এত ঘন কুয়াশা পড়েছিল যে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে তবে আমরা মাটিতে নামা নিরাপদ মনে করেছিলাম। আমার রুশ বন্ধুটি তো নামলই না ; এত ঘন কুয়াশার দেশে নামতে সে রীতিমত ভয় পেল। সে সঙ্গে সঙ্গে মেদেইরা যাত্রা করল।

"আমি মাটিতে পা দিলাম ১০ই মঙ্গলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরে যাবার ট্রেনটা ধরলাম। ইয়োর অনারকে পোর্টার এবং ড্রাইভার যেমনটি বলেছে আমিও সেইভাবেই একটা গাড়ি ঠিক করে মালপত্র তুলে দিলাম ; তারপর এক গ্লাস মদ খাবার আশায় একটা ভোজনালয় খুঁজতে চেষ্টা করলাম। ভুল করে আমি ঢুকে পড়লাম প্রতীক্ষালয়ে, আর সেখানেই একটি নোংরা পোশাক-পরা লোক আমার কাছে এসে তার দুঃখের কাহিনী বলতে শুরু করল। সে কে তা আমি জানি না। সে বলেছিল, সে একজন প্রাক্তন সৈনিক, বিশ্বস্ততার সঙ্গে দেশকে সেবা করেছে, আর তখন তার খাবারটুকুও জোটে না। সে আমাকে মিনতি জানাল, আমি যেন তার বাড়িতে যাই এবং তার স্ত্রীকে ও অভুক্ত সন্তানদের দেখে তার দুঃখের কথার সত্যতা যাচাই করে নেই।

"খোলা মনে বন্দী বলতে লাগল, 'দেখুন ইয়োর অনার, পুরনো দেশে ফিরে সেটাই ছিল আমার প্রথম দিন। ত্রিশ বছর পরে আমি ফিরে এসেছি পকেট ভর্তি সোনা নিয়ে, আর সেটাই ছিল প্রথম দুঃখের কাহিনী যা আমাকে শুনতে হল ; কিন্তু আমি একজন ব্যবসাদার লোক, চোখের দেখায় ভুলে যাবার মানুষ আমি নই। কুয়াশার মধ্যেই লোকটির পিছন পিছন রাস্তায় নেমে গেলাম। কিছুক্ষণ সে নিঃশব্দে আমার পাশে পাশেই হাটল। কোথায় পৌঁচেছি তাও বুঝতে পারলাম না।

"হঠাৎ কিছু জানতে মুখ ফিরিয়েই বুঝলাম যে ভদ্রলোকটি কেটে পড়েছে। তার অভুক্ত স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের চোখে না দেখে আমি তাকে কিছু দেব না—হয়তো এটা বুঝতে পেরেই সে আমাকে

ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্য শিকারের খোঁজে চলে গেছে।

'জায়গাটাকে কেমন যেন জনহীন ও ভয়ংকর মনে হতে লাগল। একটা গাড়ি বা বাসের চিহ্নমাত্র দেখতে পেলাম না। উল্টো দিকে পা চালিয়ে পুনরায় স্টেশনে ফিরে যাবার চেষ্টা করলাম; তাতে চারপাশের চেহারা আরও খারাপ ও নির্জন মনে হতে লাগল। ঘন কুয়াশায় আমি পথ হারিয়ে ফেললাম। এইভাবে আমি যে অন্ধকার, জনহীন পথে আড়াই ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিয়েছিলাম তাতে অবাক হবার কিছু নেই; কিন্তু আমার একমাত্র বিস্ময়ের বিষয় এটাই যে সারা রাতের মধ্যে সেদিন আমি স্টেশনটাও খুঁজে পাই নি বা এমন একজন পুলিশকেও হাতের কাছে পাই নি যে আমাকে ঠিক পথটা দেখিয়ে দিতে পারত।'

"হিজ অনার তবু প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু কেরশে আপনার গতিবিধির খবর জানল কেমন করে তার কি ব্যাখ্যা আপনি দেবেন? অথবা আপনার ইংলণ্ডে পেঁছিবার সঠিক তারিখটাই বা সে জানল কেমন করে? আসলে এই দুটো চিঠির ব্যাখ্যা কি আপনি দেবেন?"

"বন্দী শান্তভাবে জবাব দিল. 'এ দুটোর কোনটার ব্যাখ্যাই আমি দিতে পারব না ইয়োর অনার। আমি তো আপনার কাছে প্রমাণ দিয়েছি যে ঐ সব কোন চিঠিই আমি লিখি নি, আর ঐ যে লোকটা—কেরশে না কি নাম? আমার হাতে খুন হয় নি।'

"আচ্ছা, এখানকার অথবা বিদেশের এমন কোন মানুষের কথা কি আমাকে বলতে পারেন যে আপনার গতিবিধির খবর এবং আপনার এখানে পেঁছিবার তারিখটা জানতে পারত?'

'ব্লাডিভস্তক-এ আমার প্রাক্তন কর্মচারীরা আমার যাত্রার খবর জানত। কিন্তু তারা কেউ তো এসব চিঠি লিখতেই পারে না, কারণ তারা কেউ ইংরেজির একটা শব্দও জানে না।'

"তাহলে এই রহস্যময় চিঠিগুলি সম্পর্কে কোন আলোকপাতই আপনি করতে পারছেন না? এই বিচিত্র পরিস্থিতিকে পরিষ্কার করে তুলতে আপনি কোনরকম সাহায্যই করতে পারছেন না?'

"পরিস্থিতিটা ইয়োর অনারের কাছে এবং এই দেশের পুলিশের কাছে যতটা রহস্যময় আমার কাছেও ঠিক ততটাই রহস্যময়।'

"অবশ্য ফ্রান্সিস স্মেথার্স্টকে মুক্তি দেওয়া হল; তাকে বিচারার্থে পাঠাবার মত যথেষ্ট প্রমাণের মত কিছুই পাওয়া গেল না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তার দুটি মস্ত বড় প্রমাণ বাদীপক্ষকে একেবারে পর্যুদস্ত করে দিল: প্রথম প্রমাণটা হল, সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে পাঠানো চিঠিগুলো সে কদাপি লেখে নি, আর দ্বিতীয় প্রমাণ, ১০ই তারিখে যে মানুষটি খুন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তাকে ১৬ই তারিখেও জীবিত অবস্থায় দেখা গেছে। তাহলে সারা পৃথিবীর মধ্যে কে সেই রহস্যময় মানুষটি যে কোটিপতি স্মেথার্স্টের গতিবিধির কথা কেরশেকে জানিয়ে দিয়েছিল?"

॥ অধ্যায়—৩ ॥

অনুমিত সিদ্ধান্ত

কোণের লোকটি তার ছোট মাথাটাকে একদিকে বাঁকিয়ে পলির দিকে তাকাল ; তারপর প্রিয় দড়িটাকে তুলে নিয়ে একটা একটা করে সবগুলো গিঁট খুলে ফেলল এবং মসৃণ দড়িটাকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিল।

"আপনি যদি চান তো একটু একটু করে সেই চিন্তাধারার পথে আমি আপনাকে নিয়ে যাব যে পথটা আমি নিজে অনুসরণ করেছি এবং সেই পথটি আমার মতই আপনাকেও অনিবার্যভাবে নিয়ে যাবে এই রহস্যের একমাত্র সম্ভবপর সমাধানে।

"প্রথমেই ধরুন", সেই একই স্নায়বিক অস্থিরতার সঙ্গে পুনরায় ছোট দড়িটাকে তুলে নিয়ে প্রতিটা যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা করে জটিল গিঁট দিয়ে সে বলতে লাগল, "স্পষ্টতই স্মেথার্স্টের সঙ্গে পরিচয় না থাকাটা কেরুশের পক্ষে অসম্ভবই ছিল, কারণ দুটি চিঠির মারফৎ স্মেথার্স্টের ইংলণ্ডে আগমনের কথা তাকে জানানো হয়েছিল। গোড়া থেকেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে স্মেথার্স্ট ছাড়া অন্য কেউ ঐ দুটি চিঠি লিখতে পারে না। আপনি হয়তো যুক্তি দেখাবেন যে ঐ চিঠি দুটো যে কাঠগড়ায় বসে-থাকা লোকটি লেখে নি সেটা প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক কথা। মনে রাখবেন, কেরুশ খুবই অগোছালো লোক—দুটি খামই সে হারিয়ে ফেলেছিল। তার কাছে চিঠি দুটোর কোন মূল্যই ছিল না। এখন, এটা তো কদাপি প্রমাণিত হয় নি যে চিঠিদুটো স্মেথার্স্ট‌ই লিখেছিল।"

"কিন্তু—" পলি কি যেন বলতে চাইল।

"এক মিনিট দাঁড়ান", লোকটি বাধা দিল ; ততক্ষণে দুই নম্বর গিঁটটির আবির্ভাব ঘটেছে ; "এটা প্রমাণিত হয়েছে যে খুনের ছ'দিনের পরেও উইলিয়াম কেরুশ জীবিত ছিল, সে 'তোরিয়ানি হোটেল'-এ গিয়েছিল, সেখানে সকলেই তাকে চিনত, আর সুযোগমত সেখানে একটা পকেট-বই সে ফেলে গেল, যাতে তার পরিচয়টা জানতে কেউ ভুল না করে ; কিন্তু এ প্রশ্নটা তো কখনই তোলা হয় নি যে কোটিপতি মিঃ ফ্রান্সিস স্মেথার্স্ট সেই অপরাহ্ণটা কোথায় কাটিয়েছিলেন।"

"আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না—" মেয়েটি ঢোক গিলল।

"এক মিনিট", লোকটি বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠল। 'এটা কি করে ঘটল যে 'তোরিয়ানি হোটেল'-এর মালিককে একেবারে আদালতে এনে হাজির করা হল ? স্যার আর্থার ইংগলউড, বরং বলা ভাল তার মক্কেলটি, কি করে জানলেন যে উইলিয়াম কেরুশ ঐ দুটি স্মরণীয় ক্ষণে হোটেলে গিয়েছিল আর হোটেলের মালিকটি এমন একটা অনস্বীকার্য প্রমাণ দাখিল করবে যার ফলে কোটিপতি মানুষটি চিরকালের মত খুনের দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন ?"

"নিশ্চয়ই", মেয়েটি যুক্তি দেখাল, "স্বাভাবিকভাবেই, পুলিশ "

"হোটেল সেসিল-এ গ্রেপ্তারের ঘটনার আগে পর্যন্ত পুলিশ তো গোটা ব্যাপারটাকে চেপে

রেখেছিল। সংবাদপত্রে রীতিমাফিক যেটুকু জানাবার কথা : 'খুনী সম্পর্কে কেউ যদি কোন খোঁজখবর জানেন তো···ইত্যাদি, ইত্যাদি, সেটুকুও ছাপায় নি। হোটেলের মালিক যদি কেরুশ-র অন্তর্ধানের কথা স্বাভাবিক পথে জানত তাহলে তো সে নিজেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করত। স্যার আর্থার ইঙ্গলউড তার খবর পেলেন কেমন করে ?"

"আপনি নিশ্চয়ই—"

"চার নম্বর যুক্তি, মিসেস কেরুশ-কে কখনও তার স্বামীর হস্তাক্ষরের একটা নমুনা দাখিল করতে অনুরোধ করা হয় নি। কেন হয় নি ? কারণ পুলিশ, আপনারা যতই তাদের গুণকীর্তন করুন না কেন, কোন সময়েই সঠিক পথে পা রাখে নি। তারা বিশ্বাস করেছিল যে উইলিয়াম কেরুশ খুন হয়েছে ; তারা উইলিয়াম কেরুশ-র খোঁজই করেছে।

"৩১শে ডিসেম্বর যে মৃতদেহটাকে উইলিয়াম কেরুশ-র দেহ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল সেটাকে আবিষ্কার করেছিল মালবাহী নৌকোর দু'জন মাঝি ; যে জায়গায় সেটা পাওয়া গিয়েছিল তার একটা ফটোগ্রাফ আপনাকে দেখিয়েছি। সব দিক থেকেই জায়গাটা অন্ধকার ও পরিত্যক্ত, তাই নয় কি ? সেটাই তো উপযুক্ত জায়গা যেখানে একটা ভীরু ষণ্ডাগোছের মানুষ একটি অসন্দিগ্ধ নতুন লোককে ভুলিয়ে নিয়ে প্রথমে খুন করে, তারপর মূল্যবান সবকিছু লুঠ করে, তার কাগজপত্র, তার পরিচয় পর্যন্ত, এবং সেই অবস্থায় তাকে সেখানেই ফেলে রেখে যায় যাতে সেটা পচে গলে যায়। মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল একটা অব্যবহৃত বজরার মধ্যে যেটাকে বেশ কিছুদিন নোঙর করে রাখা হয়েছিল দেয়ালের গায়ে, এই সিঁড়ির ধাপগুলির নীচে। সেটা তখন পচে-গলে শেষ অবস্থায় পেঁছে গেছে, কোনভাবেই সেটাকে সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পুলিশ বোঝাতে চাইল যে এটাই উইলিয়াম কেরুশ-র মৃতদেহ।

"এটা কখনও তাদের মাথায় ঢুকল না যে এটা ফ্রান্সিস স্মেথার্স্টেরই মৃতদেহ এবং উইলিয়াম কেরুশই তার হত্যাকারী।

"আহা! কী সুকৌশলে, শিল্পসম্মতভাবে পরিকল্পনাটা ছকা হয়েছিল! কেরুশ একটি প্রতিভা। একবার সবটা ভেবে দেখুন! তার ছদ্মবেশটা! কেরুশ-র ছিল এলোমেলো দাড়ি, চুল ও গোঁফ। ভুরু দুটো পর্যন্ত সে কামিয়ে ফেলেছিল! আদালতের একপাশ থেকে তার স্ত্রীও যে তাকে চিনতে পারে নি তাতে অবাক হবার কিছু নেই ; মনে রাখবেন, সে যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার পুরো মুখটা দেখার সুযোগই তার স্ত্রী পায় নি। কেরুশ ছিল নোংরা, অগোছালো, ঝুঁকেপড়া দেহ। কোটিপতি স্মেথার্স্টকে দেখে প্রাশিয়ার সৈনিক বিভাগের লোক বলেও মনে হতে পারত।

"তারপর 'ভোরিয়ান হোটেল'-এ দ্বিতীয় বার যাবার আগে সেই চমৎকার সাজের ব্যাপার। যে গোঁফ, দাড়ি ও চুল সে নিজেই কামিয়ে ফেলেছিল ঠিক সেই রকম গোঁফ, দাড়ি ও পরচুলা কিনতে হল কয়েকটা দিন পরেই। তারপর নিজেকেই সাজতে হল নিজের মত দেখাতে! চমৎকার! হিঃ হিঃ হিঃ!

কেরুশ খুন হয় নি। অবশ্যই নয়। খুনের ছয় দিন পরে সে হাজির হয়েছিল 'তোরিয়ানি হোটেল'-এ, আর কোটিপতি মিঃ স্মেথার্স্ট পার্কে ঢলাঢলি করছিল এক ডিউক-পত্নীর সঙ্গে! এমন মানুষকে ফাঁসিতে ঝোলাবে! ধিক!"

কোণের লোকটি টুপিটা নেবার জন্য হাত বাড়াল। টেবিল থেকে উঠে এক গ্লাস দুধের ও বান রুটির দামটা মিটিয়ে দিল। তারপর দোকানের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অদৃশ্য হয়ে গেল। টেবিলের উপর ছড়ানো কতকগুলি ফটোগ্রাফ আর আগাগোড়া গিঁটে গিঁটে ভর্তি একটা দড়ির দিকে তাকিয়ে মিস পলি বার্টন সেই লোকটির মতই বিমূঢ়, উত্তেজিত ও হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল।